৯৬

তারিখ ...20 SEP 1990...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে গোলাগুলী

বেশ কয়েক মাস শান্ত পরিবেশ বজায় থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবারও ছাত্রের রক্ত ঝরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করেছিলো ঠিক তখনই সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা তৎপর হয়ে উঠেছে। গত রোববারের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে কারা জড়িত তা এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার জানা যায়নি। তবে সন্ত্রাসকারীরা যে আগের মতই বেপরোয়া হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টই তার প্রমাণ। দুর্বৃত্তরা এবার একটি ছাত্রী নিবাসের ভেতরে ঢুকে গুলীবর্ষণ করতেও দ্বিধা করেনি। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গত রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের তিন তলা পর্যন্ত সশস্ত্র যুবকরা ঢুকে পড়েছিল। তারা এই ছাত্রী নিবাসের ভেতরে ঢুকে গুলী করে দু'জন তরুণকে গুরুতর জখম করে। সশস্ত্র যুবকরা যখন ছাত্রীদের কক্ষের সামনের বারান্দায় পিস্তল হাতে ছুটাছুটি করছিল, তখন আতঙ্কিত ছাত্রীরা রুমের দরজা বন্ধ করে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার করছিল। ছাত্রীদের বন্ধ দরজায়ও অস্ত্রধারীরা আঘাত হানে। হলের ছাত্রীদের আতঙ্ক এখনও কাটেনি বলে রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে একটি দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়, রোববার বিকেল ৪ টার দিকে একটি মোটর সাইকেলে তিনজন যুবক হঠাৎ একটি ছাত্রী নিবাসের ভেতরে ঢুকে পড়লে তাদের ধাওয়া করে পিস্তলধারী আরো সাত-আটজন যুবক উক্ত হলে প্রবেশ করে। হোন্ডা আরোহী তিন যুবক হলের বাথরুমে আশ্রয় নিলে তাদের দু'জনকে সেখান থেকে টেনে বের করে একজনকে গেটের কাছে ও আরেকজনকে নীচতলার বারান্দায় গুলী করা হয়। হোন্ডা আরোহী অপর যুবকটি পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। হামলাকারীরা হলের গেটের বাইরে মোটর সাইকেলটিকে পুড়িয়ে ফেলে।

ক্যাম্পাসে আবার সন্ত্রাসী তৎপরতার সংবাদে আমরা উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে লক্ষণীয় যে, সশস্ত্র যুবকরা এবার একটি ছাত্রী হলের ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে ধাওয়া খেয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকদের গুলী করে জখম করেছে। ছাত্রী হলে ঢুকে গুলীবর্ষণের ঘটনা এই প্রথম। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সন্ত্রাসকারীরা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কাজেই কর্তৃপক্ষ এখনই কঠোর ব্যবস্থা না নিলে বিশ্ববিদ্যালয় আবারও সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

অপর এক খবরে প্রকাশ, রোববার ক্যাম্পাসে গোলাগুলীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গভীর রাতে দু'টি হলে তল্লাশী চালায়। কিন্তু পুলিশী তল্লাশীর পরেও একটি সংগঠনের পরস্পর বিরোধী দু' গ্রুপের মধ্যে আবারও গুলী বিনিময় হয়েছে। পুলিশ মহসিন হল ও জসীম উদ্‌দীন হলে তল্লাশী চালিয়ে রাইফেলের ৪০ রাউন্ড ও ৯ এমএম গুলী ২৮ রাউণ্ড, ১টি স্টেনগানের ম্যাগজিনসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়, তল্লাশী শেষে পুলিশ হল ত্যাগ করার সাথে সাথেই মারমুখো দু'গ্রুপের মধ্যে আবারও গুলী বিনিময় হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পুনরায় অস্ত্রধারীদের গুলীবর্ষণে প্রকম্পিত হয়েছে এমনকি এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে ধাওয়া করে একটি ছাত্রী হলের ভেতরে ঢুকে পড়ে সেখানে গুলী করে দু'জনকে আহত করেছে। পুলিশী তল্লাশীর পর পরই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলো পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করেছে। এসব ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, হলগুলো আবারও অস্ত্রধারীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হতে শুরু করেছে। কিন্তু ছাত্র নামধারী সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা যদি আবারও মাথা তোলার সুযোগ পায় তাহলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে কর্তৃপক্ষ যে চেষ্টা চালাচ্ছেন তা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে সন্ত্রাসকারীদের নির্মূল করার লক্ষ্যে এখনই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। দুর্বৃত্তরা যে দলেরই সমর্থক হোক না কেনো, তাদের কাউকেই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। ক্যাম্পাসে শিক্ষার যে সুষ্ঠু পরিবেশ ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল তাকে রক্ষা করার জন্যে কর্তৃপক্ষকে কৃতসংকল্প হতে হবে। ক্যাম্পাসে কোনক্রমেই পেশীশক্তির প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেয়া হবে না- এই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে।

গত রোববারের ঘটনার পর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। গোলাগুলী ও বোমাবাজি চলতে থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা আবারও হল ত্যাগ করে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হবে। অভিভাবকরাও চাইবেন না যে, গোলাগুলীর মধ্যে তাদের সন্তানরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান করুক। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সন্ত্রাসী তৎপরতা অংকুরেই বিনষ্ট করতে হবে। তাই ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের প্রবেশ এবং অবস্থান বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা দেখতে পেলেই আমরা খুশী হবো।